পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

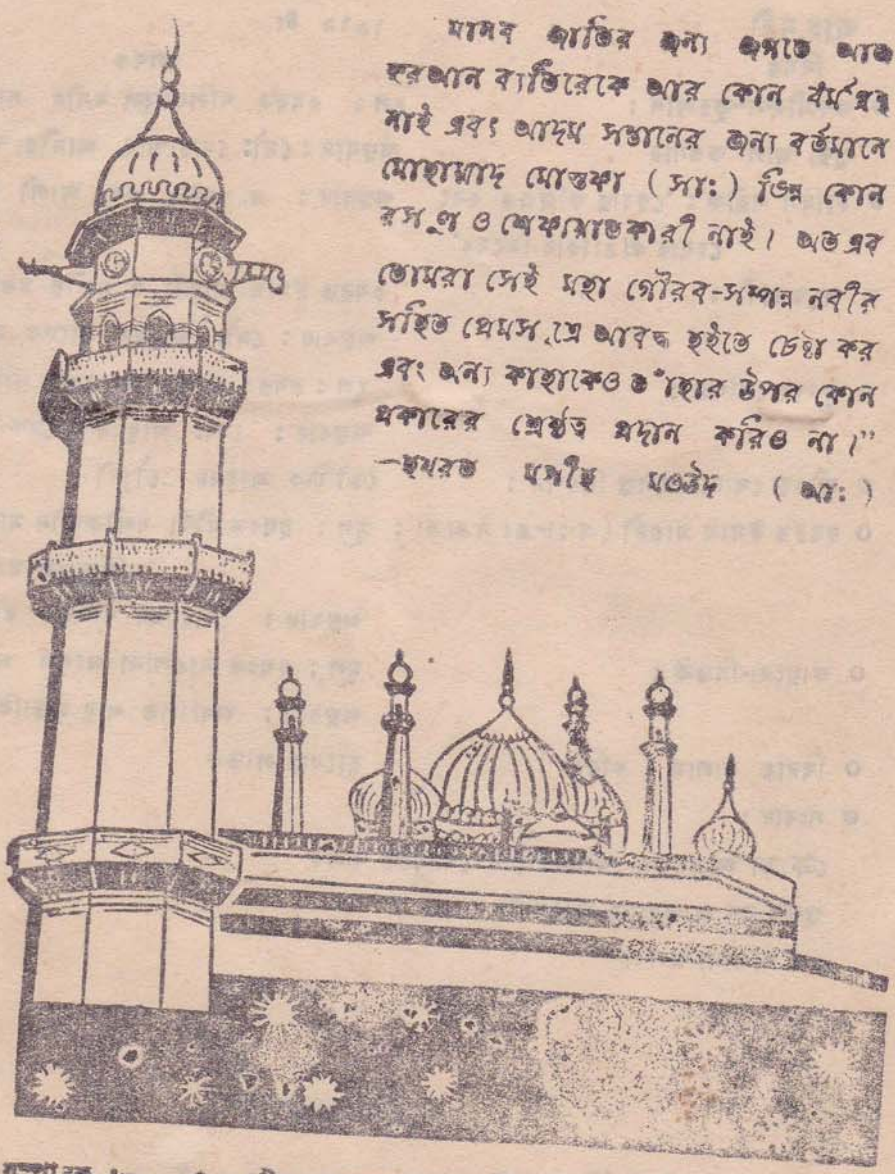

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

৩১শে বৈশাখ, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই মে, ১৯৭৯ ইং : ১০ই জমাদিসসানী আউয়াল, ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই মে ১৯৭৯ ইং | ৩৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
● তফসীরুল-কুরআন : সুরা আল কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
● হাদিস শরীফ : 'হেবার ফজিলত এবং হেবার প্রত্যাহার নিষেধ'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
○ অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮
○ জুমার খোৎবা :	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
○ জীবন্ত খোদার জলন্ত নিদর্শন :	তৌফিক আহ্‌মদ চৌধুরী	১৩
○ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা :	মূল : হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৬
○ কায়রো-বিতর্ক :	মূল : হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্দরী অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১৮
○ বিদায় সালাম (কবিতা)	রাবেয়া লতিফ	২১
● সংবাদ : ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার খেদমতে খালক সুন্দর বণ আঞ্জুমানে আহমদীর ৪র্থ সালানা জলসা		২৩

— o —

ভুল সংশোধন

"আহ্‌মদীর" বিগত দুই সংখ্যায় মোহ্‌তারম আমীর সাহেব বিদেশ সফরে থাকায় 'তফসীরে কুরআনের' শিরনামে সুরা আল-কাওসারের স্থলে যথাক্রমে সুরা তাকাসুর ও সুরা হুমাযায় সংক্ষেপিত তফসির তফসীরে করীর অবলম্বনে প্রকাশ করা হয় কিন্তু ভুল বশতঃ উভয় সংখ্যায় 'সুরা কাওসারের তফসীর অবলম্বনে' প্রকাশ হইয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে 'সুরা তাকাসুর ও সুরা হুমাজার তফসীর অবলম্বনে' হইবে।

وعلى عبده المسيح الموعود

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

৩১শে বৈশাখ, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই মে, ১৯৭৯ইং : ১৫ই হিজরত ১৩৫৮ হিজরী শামসী

HOMOEO LIBRARY
339 PIRERBUG
MIRPUR
DHAKA—1210
ZILLUR RAHMAN KHAN

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা আল-কাওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এতদ্বারা আঁ-হযরত (সাঃ) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন না বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল এবং আমরা তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া ঈমান রাখিলেও একজন সন্দেহকারীর দাবী রহিয়া যায় যে তাহার সন্দেহ দূর করাও আল্লাহতায়ালার কাজ, এতদনুযায়ী আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে তিনি خاتم النبيين। খাতামের অর্থ মোহর, এবং মোহরের উদ্দেশ্য 'তসদিক' করা। হাদিস শরীফে আছে যে যখন হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বিভিন্ন রাজা, বাদশাহগণের নিকট তবলীগী পত্র লিখিতে আরম্ভ করেন তখন কিছু সাহাবীগণ (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলেন যে, হুজুর, রাজা বাদশাহগণ আপনার এই 'তবলিগী পত্রের উপর মোহর না দেখিলে আপনার পত্রের প্রতি কোন প্রকার গুরুত্ব দিবে না। তখন হযরত (সাঃ) একটা মোহর তৈয়ার করাইলেন যাহার সর্ব্বোপরি আল্লাহ শব্দ, উহার নীচে রসুল ও সর্ব্ব নিম্নে মোহাম্মদ (সাঃ) শব্দ ছিল, যাহা এইরূপ ছিল :

'আল্লাহ'
'রসুল'
'মোহাম্মদ'

এই 'মোহর' তিনি এই জন্য তৈয়ার করাইয়া ছিলেন যে উহার দ্বারা তাঁহার লিখিত পত্রাবলীর উপর মোহর অঙ্কিত করিয়া ঐগুলি যে তাঁহার পক্ষ হইতে লেখা হইয়াছে তাহার সত্যতা নিরূপন করা। আজকাল কোর্ট-আদালতেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে। যে যে আদালত হইতে যে যে এশতেহার বা সমন দেওয়া হয় উহাদের উপর সংশ্লিষ্ট

আদালতের মোহর অঙ্কিত থাকে যাহাতে ইহা প্রমাণ হয় যে ঐগুলি [illegible]শ্রেষ্ঠ আদালত হইতে জারি করা হইয়াছে। 'নবীদের মোহর' কথা গুলির এই মর্ম হইবে যে তিনি নবীগণের তসদিককারী, তাঁহার মোহর ছাড়া কেহ নবী হইতে পারিবেনা এবং যাহার উপর তাঁহার মোহর অঙ্কিত থাকিবে তিনি নবী হইবেন, মোহর প্রত্যেক বস্তুর উপর লাগান যায় না. ইহা কেবল নীচের জিনিষের উপরই লাগান হইয়া থাকে। অতএব خاتم النبيين-এর অর্থ এই দিকেও ইশারা করিতেছে যে হযরত মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে তাঁহার অনুগামী ও পূর্ণ এত্তায়াতকারী ছাড়া অপর কেহ নবী হইতে পারিবে না. যদি কেহ তাঁহার পরে এই কথা বলে যে 'নাউজুবিল্লাহ' নবুওত শেষ হইয়া গিয়াছে তবে সে মিথ্যাবাদী, কেননা তাঁহার নবুওতের মেয়াদ কেয়ামত পর্যন্ত বর্দ্ধিত, কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহার নবুওত শেষ হইতে পারে না।

অথবা কেহ যদি এই কথা বলে যে আমি হযরত মোহাম্মদ সাঃ)-এর সমকক্ষ নবী, সেও মিথ্যাবাদী। কেননা পদমর্য্যাদার ভিত্তিতে কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু সে ব্যক্তি যে এই কথা বলে যে, আমাকে আল্লাহতায়ালা নবুওতের মোকামে এই জন্য উন্নীত করিয়াছেন যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে শরীয়ত দিয়া গিয়াছেন আমি শুধু ; মাত্র তাহার প্রচার করি এবং আমাকে আল্লাহতায়ালা যাহা কিছু দান করিয়াছেন তাহা শুধু তাঁহার পূর্ণ গোলামী ও অনুসরণ করার ফলেই দান করিয়াছেন। যদি কোরআন করীম ও হাদিস সমূহ তাহার সমর্থন করে তবেই তাঁহার নবুওতের দাবী সত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে ; নচেৎ নয়। কেননা এইরূপ ব্যক্তির নবুওতের দাবীর উপর خاتم النبيين-এর মোহর থাকিবে এবং তিনি তাঁহার উম্মত ও শিষ্য হওয়ার কারণে তাঁহার 'রুহানী' পুত্র হইবেন। এবং প্রকৃত-পক্ষে এর ভবিষ্যদ্বাণীই সুসংবাদ রূপে সুরা কাওসারে আল্লাহতায়ালা দান করিয়াছেন। কিন্তু লোকেরা ভুল করিয়া ইহার অর্থ বাহ্যিক পুত্র গ্রহণ করিয়াছে আল্লাহতায়ালা সুরা আহযাবে خاتم النبيين আয়াত দ্বারা লোকদের এই ভুল ব্যাখ্যার সংশোধন করিয়া জানাইয়াছেন যে ইহার অর্থ রুহানী আওলাদ বা আধ্যাত্মিক সন্তান। বস্তুতঃ আমরা ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছি যে এই মোকাম শুধু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)কেই দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার গোলামীও অনুসরণেই মানুষ নবুওতের মোকাম হাসিল করিতে পারে এবং ইহা শুধু পুরুষের পক্ষেই সম্ভব ; নারীর পক্ষে নহে। সুতরাং উম্মতের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তিত্বের জন্ম হইলেই প্রমাণিত হইবে যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আধ্যাত্মিক সন্তানের পিতা এবং তাঁহার দুশমনেরা এইরূপ আধ্যাত্মিক পুত্র লাভ হইতে বঞ্চিত। তদনুযায়ী তাঁহার রুহানী আও-লাদের সিলসিলা চিরকাল এই আকারেই জারি থাকিবে। তাঁহার অনুগমণ দ্বারা মানুষ বড় বড় মর্য্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। এতদ্দ্বারা ইহা প্রমাণ হইবে যে আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে পুত্র দান করিয়াছেন এবং তাঁহার দুশমনগণকে অপুত্রক করিয়াছেন।

পুণরায় তাঁহার পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যতাও তাঁহার মোহর ব্যতিরেকে সাব্যস্ত হইবে না। অপরাপর নবীর কথা বাদ দিয়া দেখুন, শুধু হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)

এর নবুওতই কিরূপে প্রমাণ করা যাইবে যতক্ষণ কোরআন করিম তাঁহাদের সত্যতার সাক্ষ্য না দেয় এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) خاتم النبيين-এর মোহর দ্বারা তাঁহাদের 'তসদিক' করেন ? তৌরাতে হযরত মুসা (আঃ)-এর যে অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে, তদ্বারা তাঁহার নবুওত সাব্যস্ত হয় না। যদি কোরআন করিম তাঁহাকে নবী না বলিত আমরা তাঁহাকে নবী বলিয়া মানিতে পারিতাম না। আমরা হযরত মুসা (আঃ)-কে এইজন্য নবী বলি না যে তৌরাত বলে তিনি নবী, এবং আমরা তাহাকে এইজন্য নবী মানি যে তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর خاتم النبيين মোহর দ্বারা সত্যায়িত নবী। অনুরূপভাবে কোরআন করিম সাক্ষ্য দেয় যে হযরত ঈসা (আঃ) নবী ছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁহাকে নবী হিসাবে বিশ্বাস করি। নচেৎ ইঞ্জিল পাড়য়া আমরা কখনও তাঁহাকে নবী বলিয়া মানিতে পারিতাম না। কেন না ইঞ্জিলে লিখা আছে যে একদিন তিনি তাঁহার সঙ্গীদের সাথে মদ্যপান করিতে ছিলেন। সেই সময় তাঁহার মাতা হযরত মরিয়ম সিদ্দিকাও সেই মহফিলে শামিল হইলেন। এমন সময় মদ্য শেষ হইয়া গেল। ইহাতে তিনি ঘাবড়াইয়া গেলেন যে মেহমানগণ আসিয়াছেন এবং মদ্য শেষ হইয়াগিয়াছে, অত্যন্ত বদনামের কথা হইবে—তিনি ইহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট উল্লেখ করিলেন। ইহাতে হযরত ঈসা (আঃ) পানির মটকার উপর তাঁহার হস্ত সঞ্চালন করিলেন। ইহাতে মটকার পানি মদ্য হইয়া গেল।

একদা তাঁহার অনুগামীগণ কোন এক ব্যক্তির ফলের বাগানে মালিকের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিয়া ফল খাইতে ছিল। ইহাতে বাগানের মালীক তাঁহার নিকট অভিযোগ করিলে তিনি তাঁহার অনুগামীদিগকে কিছু না বলিয়া উল্টা মালিক পক্ষকে ধমক দিয়া বলিল যে তুলার উপাস্থিতিতে কাহারও কোন অভিযোগ চলিবে না। অনুরূপভাবে ইঞ্জিলে লেখা আছে যে, একপাল শুকর চরিতে ছিল তিনি তাহাদের উপর ভূত চড়াইয়া দিলেন যাহার ফলে সমস্ত শুকর সমুদ্রে ঝাঁপ দিল এবং ডুবিয়া মরিল। এতদ্বারা তিনি অপরের গুরুতর আর্থিক ক্ষতি সাধন করিলে ইঞ্জিল কিতাবে বর্ণিত এই সব ঘটনা পাড়য়া আমারা কিরূপে হযরত ঈসা (আঃ -কে নবী বলিয়া মানিতে পারি ? আমরা তাঁহাকে এই জন্য নবী বলিয়া মানি যে কোরআন কারম তাঁহাকে নবী বলিয়া সাক্ষ্য দেয়। যখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং কোরআন মজিদ তাঁহাকে নবী বলেন আমরাও তাঁহাকে নবী বলি। এইরূপে আঁ-হযরত (সাঃ -এর পর কোন বক্তা আসিয়া যদি তাঁহার শিক্ষাকে মিথ্যা বলে এবং তাঁহার প্রতি দোষত্রুটি আরোপ করে তাহা হইলে সে মিথ্যাবাদী হইবে। কারণ তাঁহার নবুওতের উপর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মোহর থাকিবেনা। হাঁ, অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি কোরআন করিমের উক্তি ও শিক্ষা অনুযায়ী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কথিত হাদিস ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কোরআন করিমের শিক্ষা ও মর্য্যাদাকে সমুন্নত রাখার জন্য আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গোলামী ও পায়রবির ভিত্তিতে নবুওতের দাবী করে এবং সেই নবুওত আঁ-হযরত

(সাঃ)-এর خاتم النبيين-এর মোহর দ্বারা 'সত্যায়িত'। এই রকম নবুওত আঁ-হযরত (সাঃ) এর মর্যাদা-হানিকর নহে। তিনি তাঁহার অনুগামী হইলে এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সকল দাবীকারকের সমর্থন করিলে তাঁহার অসম্মান হইবে না। কারণ তাঁহার দ্বারা আঁ-হযরত (সাঃ) এর কামালতের প্রকাশ হইবে। তিনি আঁ-হযরত (সাঃ) হইতে ভিন্ন হইবেন না এবং তিনি তাঁহার রুহানী পুত্র হইবেন।

আমি এখানে এ কথা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না যে, সাধারণ মুসলমানগণ خاتم النبيين-বাক্যের আখেরী নবী করিয়া থাকে। ইহার প্রমাণে তাহারা انا اخر الانبياء و مسجدى اخر المساجد অর্থাৎ "আমি নবীগণের আখের, এবং আমার মসজিদ, মসজিদ সমূহের আখের" হাদিসটি পেশ করিয়া থাকে। এখন প্রশ্ন উঠে এই হাদিসের অর্থ কি? এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হাদিসটির দ্বিতীয়াংশ প্রথম অংশের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ) শুধু এই কথাই বলেন নাই যে, তিনি 'আখেরী নবী', বরং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার মসজিদ সকল মসজিদের আখেরী মসজিদ। এখন কি কোন মুসলমান ইহার এই অর্থ করিতে পারে যে, নবী (সাঃ)-এর মসজিদের পর আর কোন মসজিদ বানানো যাইবে না। স্বয়ং মুসলমানগণ উক্ত মসজিদের পর দুনিয়ায় হাজার হাজার মসজিদ বানাইয়াছে। এইগুলির মসজিদ হওয়ার পবিত্রতা সম্বন্ধে কেহ বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারে না। যদি "আখেরুল মাসাজেদ" বাক্যের অর্থ শেষ মসজিদ হইত, তাহা হইলে মুসলমানগণ কেন দেশ বিদেশে, নগরে নগরে, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, লোকালয়ে লোকালয়ে, এবং বাজারে বন্দরে মসজিদ সমূহ নির্মাণ করিয়াছিল? তাহাদের এই কাজ ঘোষণা করিতেছে যে, তাহারা "আখেরুল মাসাজেদ" বাক্যের এই অর্থ বুঝিয়াছে যে, অতঃপর সেই গৃহগুলিকেই মসজিদ বলিয়া অভিহিত করা হইবে, যেগুলি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মসজিদে নববীর ছাঁচে নির্মিত হইবে। যদি তাঁহার মসজিদের পর আরো মসজিদের নির্মিত হওয়ার পথ এই অর্থে খোলা থাকে যে, সেগুলিকে মসজিদ নববীর ছাঁচে নির্মিত হইতে হইবে এবং এই অর্থ এই হাদিসকে রদ না করে এবং ইহার মর্মের সহিত সুসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে এমন এক নবীর আগমন যিনি আঁ-হযরত (সাঃ) হইতে পৃথক নহেন, বরং তিনি তাঁহার অনুগমনকারীও অধীন হয়েন, তাহা হইলে তিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর 'আখেরুল আম্বিয়া" হওয়াকে কি ভাবে রদ করিতে পারেন। বুঝাইতেছে যে ভবিষ্যতে জনগণের মনে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল, উহাকে লক্ষ্য করিয়া আঁ-হযরত (সাঃ) 'আখেরী নবী' বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার মসজিদ, আখেরী মসজিদ বলিয়া দিয়াছেন, যাহাতে মানুষ 'আখের' শব্দের সঠিক অর্থ বুঝিতে পারে। যেভাবে তাঁহার মসজিদের ছাঁচে পরবর্তীতে নির্মিত মসজিদগুলি তাঁহার মসজিদের আখেরী হওয়াকে রদ করানো অনুরূপভাবে যে নবী তাঁহার পরে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে আগমন করিবেন এবং তিনি তাঁহার অধীন ও উম্মত হইবেন তিনি তাঁহার আখেরী হওয়াকে রদ করিবেন না, বরং এইরূপ নবী যে তাঁহার পদাঙ্ক

(অবশিষ্টাংশ ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫২। হেবার ফজিলত এবং হেবার প্রত্যাহার নিষেধ

৩২৯। হযরত নোমান বিন বশীর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে লইয়া গিয়া আরয করিলেন : "আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম উপহার দিয়াছি।" হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন : তুমি কি তোমার সব ছেলেকেই এরূপ উপহার দিয়াছ?" আমার পিতা নিবেদন করিলেন : "না, হুযুর।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "এই উপহার ফেরত নেও।" অন্য এক রেওয়াতে আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছিলেন : "আল্লাহতায়ালাকে ভয় কর এবং তোমার সন্তানগণের প্রতি ইনসাফ কর। সমান ব্যবহার কর।" ইহাতে আমার পিতা ঐ উপহার ফেরত লইলেন। অন্য রেওয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন "আমাকে এই হেবার (দানের) সাক্ষ্য করিবে না। কারণ, আমি জুলুমের সাক্ষী হইতে পারি না।" ['বুখারী, কিতাবুল হেবা, ১ : ৩৬২ পৃঃ]

৩৩০। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি হেবা (দান বা উপহার প্রদান) করার পর জিনিস ফিরাইয়া নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে উহার করা বমিকে চাটে"

['মুসলিম, 'কিতাবুল হেবাতে, 'বাবু তহরীমের রুজুয়ে ফিস সাদাকাতে ওয়াল হেবাতে বায়াদাল কাবায়, ১—২ : ৫৮ পৃঃ]

৫৩। অপরাধ ও সাজা এবং মোকদ্দমায় সুপারিশ

৩৩১। হযরত আবু বকর নুফাইর বিন হারেসুস সাকাফী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যখন দুই মুসলমান তরবারি নিয়া পরস্পর যুদ্ধ করে, তাহাদের কেহ নিহত হইলে হন্তা ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই অগ্নিতে যাইবে।" হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি নিবেদন করিলাম : "আল্লাহর রসুল (সাঃ)। সেই হন্তার তো দোযখে যাওয়া উচিত। কিন্তু নিহিত ব্যক্তি কেন অগ্নিতে যাইবে?" তিনি ফরমাইলেন, "সেও তো তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিল।'

['বুখারী, কিতাবুদদিয়াত, ২ : ১০১৫ পৃঃ]

৩৩২। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হইল। সে মদ খাইয়াছিল। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "এই নির্লজ্জকে মার। অর্থাৎ, সাস্তি দাও। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন: আমাদের কেহ তাহাকে হাত দিয়া মারিল। কেহ বা জুতা পিটাইল। কেহ কাপড় দিয়া আঘাত করিল। যাহা হউক, খুব মারপিট করিয়া তাহাকে একেবারে অবসন্ন করিয়া ছাড়িল। যখন সে ফিরিয়া যাইতে লাগিল, তখন লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল, "খোদাতায়ালা তাহাকে লাঞ্ছিত করুন। হুযুর (সাঃ আঃ) ফরমাইলেন: "এরূপ বাক্য দ্বারা শয়তানকে তাহার বিরুদ্ধে সাহায্য করিতেছে। তাহার জন্য দোয়া কর যেন আল্লাহতায়ালা তাহাকে হেদায়েত দেন, পথ প্রদর্শন করেন এবং জ্ঞান দেন।"

('বুখারী, কিতাবুল হুদুদ বাবু মা ইয়াকরুহু মান লায়ানা বাবেবাল খামরে ২ : ১০০২ পৃঃ)

৩৩৩। হযরত আয়েশাহ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন: বণি মখযুমের এক স্ত্রীলোক চুরি করিয়াছিল। কুরায়েশগণ এই জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, এই ব্যাপার নিয়া কে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট কথা বলিতে পারে। অবশেষে, তাঁহারা ভাবিলেন যে, উসামা বিন যাইদ (রাঃ) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অতি প্রিয়। তিনি ছাড়া অন্য কেহ এরূপ সাহস করিতে পারে না। বস্তুতঃ, তাঁহারা উসামাকে ইহার জন্য অগ্রসর করিলেন। যখন হযরত উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সম্বন্ধে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন, তখন তিনি (সাঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। ফরমাইলেন: "আল্লাহতায়ালার 'হুদুদ' [সীমাবন্ধনী] লইয়া তুমি সুপারিশ করিতেছ?" অতঃপর হুযুর (সাঃ) দাঁড়াইয়া ভাষণ দিলেন। ফরমাইলেন: "তোমাদের পূর্বে অনেক লোক এজন্য ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহাদের কোনো বড় লোক চুরি করিলে নানা প্রকার বাহানা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিত এবং যখন কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করিত, তখন তাহাকে পুর্ণ সাজা দিত খোদার কসম, যদি মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম]-এর কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-ও চুরি করে, তবে আমি তাহারও হাত কাটিয়া দিব এবং কোনো রিয়াত করিব না।"

মুসালিম, কিতাবুল হুদুদ, ১-২ : ১০৫ পৃঃ বুখারী, ১ : ৫২৯, ২ : ৬১২, ২ : ২১০০৩ পৃঃ]

৫৪। একতা, পেয়ার, সৌভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও স্নেহ

৩৩৪। হযরত আনাস্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "কেহ তখন পর্যন্ত মুমেন হইতে পারে না, যে পর্যন্ত সে অন্যের জন্যও তাহাই পছন্দ না করে, যাহা তাহার নিজের জন্য পছন্দ করে" অর্থাৎ, যদি নিজের জন্য আরাম, সুখ সাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ চাহে, তবে অন্যের জন্যও তাহাই চাহিবে।

['বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ১ : ৬ পৃঃ]

৩৪৫। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহতায়ালা আনহু বর্ণনা করিতেছে: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, 'আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন বলিবেন: কোথায় তাহারা, যাহারা আমার গৌরব ও মহিমার জন্য পরাস্পর পেয়ার-মহব্বত পোষণ করিত? আজ যখন আমার ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া নাই। আমি তাহাদিগকে আমার দয়া রহমতের ছায়া তলে তাহাদিগকে স্থান দিব" ['মুসালিম, কিতাবুল বির্রে ওয়াস সালাহ, ২-২: ১০০ পৃঃ)

৩৩৬। হযরত মিকদাদ বিন মাদিকারাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যখন এক ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে ভালবাসে তখন তাহার ভ্রাতাকে ইহা জানিতেও দিবে যে, সে তাহাকে ভালবাসে"। ('তিরমিজি, কিতাবুয যোহদ 'বাব ও'লমেল হুব্ব. ২ : ৬১ পৃঃ)

৩৩৭। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করিতেছেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহতায়ালা তোমাদের তিনটি বিষয় ভালবাসেন। এক, তিনি পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁহার ইবাদত কর। তাঁহার সহিত কোন কিছু বা কাহাকেও শরীক না কর। দুই, সকলেই তাঁহার রজ্জুকে দৃঢ়রূপে ধর। ঐক্য ও একতার সহিত বাস কর এবং বিভেদ সৃষ্টি না কর, দলাদলি না কর। তিন তিনি পছন্দ করেন না বাদ প্রতিবাদ কলহ ও বড়াবাড়ি, অধিক প্রশ্ন এবং নষ্ট করাকে।

['মুসলিম, কিতাবুল আকযিয়াহ, বাবুন নাহা আন কাসরাতিল মাসায়েল মিন গাইরে হাজাতেহ, ১—২: ১০০ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুস্ সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

তফসিরের অবশিষ্টাংশ

(৪-এর পৃষ্ঠার পর)

অনুসরণ করিয়া আসিবে না এবং যে নিজেকে স্বাধীন নবী বলিয়া দাবী করিবে এবং আঁ-হযরত (সাঃ) এর কল্যাণ সমূহকে অস্বীকার করিবে, সে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর 'আখেরী' হওয়াকে রদ করে। কিন্তু এমন নবী, যিনি তাঁহার অনুগমন করেন এবং তাঁহার শরিয়তকে সচল করেন এবং ইসলামের কলেমাই তাহার কলেমা হয় এবং ইসলামের নামায তাঁহার নামায হয় এবং তাঁহার শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহার "আখেরী নবী" হওয়াকে রদ করিবেন না। যেমন ঐ মসজিদ, যাহার কেবলা আঁ-হযরত (সাঃ) এর মসজিদের কেবলা, যেখানে আঁ হযরত (সাঃ)-এর মসজিদে পঠিত নামাযের অনুরূপ নামায পাঠ করা হয়, এবং সেই নামাযের বাক্যগুলি একইরূপ হয় উহা যেমন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মসজিদের 'আখেরী' হওয়াকে রদ করেনা এবং এইরূপ মসজিদ নির্মাণ করিলে ইহা সাব্যস্ত হয় না যে, তাঁহার মসজিদ 'আখেরী' মসজিদ নহে বরং উহা তাঁহার মসজিদেরই একাংশ গণ্য হইবে এবং কোন বস্তুর অংশ মূল বস্তুর ক্ষতিকারক নহে, অনুরূপভাবে যে নবী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শিষ্য হয়েন, তাঁহার রুহানী পুত্র হয়েন, তাঁহার আশীষে নবুওতের মর্যাদা লাভ করেন, এবং তাঁহার শরীয়তকে জারি করেন ও তাঁহার আনীত ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনিও তাঁহার 'আখেরী' হওয়াকে রদ করেন না। বরং তিনি তাঁহার অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। ইহার দৃষ্টান্ত যেমন হস্ত দেহের একাংশ। মানুষ হাতকে দেহ হইতে পৃথক গণ্য করে এবং হাতকে এক বস্তু ও দেহকে আর এক বস্তু বলেনা। লোক মানুষের ছায়াকে পৃথক মানুষ বলে না। সুতরাং 'আমেরুল মাসাজেদ" বাক্যটি "আমেরুল আম্বিয়া" বাক্যের অর্থ কে পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল করিয়া দিয়াছে। যেভাবে তাঁহার মসজিদের ছাঁচে নির্মিত মসজিদসমূহ তাঁহার মসজিদের 'আখেরী' হওয়াকে রদ করানো তদনুরূপভাবে তাঁহার অধীন নবী তাঁহার 'আখেরী' নবী হওয়াকে রদ করে না। (ক্রমশঃ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"নুতন আকাশ ও নুতন জগৎ"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্তমান যুগে খোদাতায়ালা যেরূপ নিকটবর্তী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন এবং শত শত ভবিষ্যতের বিষয় আপন দাসের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন, পূর্ব যুগে তাহার তুলনা অতি অল্পই পাওয়া যাইবে। শীঘ্রই মানুষ দেখিতে পাইবে যে, এই যুগে খোদাতায়ালার চেহারা এরূপ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, যেন খোদা আকাশ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। বহুকাল যাবৎ তিনি তাঁহার অস্তিত্ব লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, মানুষ তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তিনি চুপ রহিয়াছেন: কিন্তু এখন তিনি আর নিজেকে লুক্কায়িত রাখিবেন না। জগৎবাসী এখন তাঁহার শক্তির এইরূপ নিদর্শন দেখিবে, যাহা তাহাদের পিতামহ কখনও দেখে নাই। ইহা (এই শক্তি প্রকাশ) এই জন্যই হইবে যে, জগৎ এখন কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে, আকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টার উপর কাহারও বিশ্বাস নাই। ওষ্ঠ দ্বারা তাঁহার নাম উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু হৃদয় তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়াছে। তাই খোদাতায়ালা বলিয়াছেন যে, 'আমি এখন নূতন জগৎ ও নূতন আকাশ সৃষ্টি করিব।' ইহার অর্থ এই যে, জগতের এখন মৃত্যু ঘটিয়াছে, অর্থাৎ জগদ্বাসীর হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে, যেন মরিয়া গিয়াছে। কেননা, খোদার চেহারা তাহাদের চক্ষুর অন্তরাল হইয়া গিয়াছে এবং অতীতের সমুদয় নিদর্শন পুরান কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। তাই খোদা নূতন জগৎ ও নূতন আকাশ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সেই নূতন আকাশ ও নূতন জগৎ কি? নূতন জগৎ সেই পবিত্র মানব হৃদয়, যাহা আল্লাহ স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেছেন, যাহা খোদা হইতে প্রকাশিত হইতেছে এবং যাহা দ্বারা খোদার চেহারা প্রকাশিত হইবে। নূতন আকাশ সেই সকল নিদর্শন, যাহা তাঁহার দাসের হস্তে এবং তাঁহারই আদেশে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ খোদার এই নব জ্যোতি বিকাশের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছে। মানুষের হাতে কেসসা কাহিনী ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাহাদের নিজেদের কল্পনাই আজ তাহাদের খোদা হইয়াছে। তাহাদের হৃদয় বক্র হইয়া পড়িয়াছে এবং সাহস দুর্বল হইয়া গিয়াছে, দৃষ্টি-শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। অন্যান্য জাতি প্রকৃত খোদাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। যাহারা মনুষ্য সন্তানকে খোদা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের কথা কি বলিব? স্বয়ং মুসলমানদের অবস্থা দেখ, তাহারা খোদা হইতে কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছে।" (কিশতিয়ে নুহ, পৃঃ ১২০-১৪)

'যে আমাকে কর্তন করিতে চাহিবে সে নিজে কর্তিত হইবে'

"আমি 'হযরতে কুদ্স' (পবিত্র আল্লাহতায়ালা)-এর উদ্যানন স্বরূপ। যে আমাকে কর্তন করিতে চাহিবে, সে নিজে কর্তিত হইবে। বিরুদ্ধাচারী লাঞ্ছিত এবং অস্বীকারকারী লজ্জিত হইবে।"

(নিশানে আসমানী পৃঃ ৩৭)

"আমি পবিত্র কুরআন ও হাদিসের সমর্থনকারী এবং তদ্বারা সমর্থিত ; পথভ্রষ্ট নাই, বরং আমি মাহদী (আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে সাক্ষাৎ হেদায়াত প্রাপ্ত এবং প্রতিশ্রুত প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ—অনুবাদক)। আমি কাফের নহি, বরং انا اول المومنين "আনা আওয়াল মুমেনীন"—সত্যটির যথার্থ ও সহি পরিপূরক। যাহা কিছু আমি বলিতেছি, খোদাতায়ালা আমার উপর প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা সত্য। যে ব্যক্তি খোদার উপর বিশ্বাস রাখে এবং কুরআন করীম ও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সত্য ও হক বলিয়া মানে, তাহার জন্য এই দলীল যথেষ্ট যে, আমার মুখে শুনিবার পর সে যেন নিরব হয় কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, তাহার কি চিকিৎসা? খোদা নিজেই তাহাকে বুঝাইবেন। সেইজন্য আমি চাই, আপনারা খোদার ওয়াস্তে এ বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করেন, এবং আপনাদের বন্ধু-বান্ধবকেও সদোপোদেশ দেন, যেন তাঁহারা আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করেন বরং সদিচ্ছা ও নিরোপেক্ষ মন লইয়া চিন্তা করেন।

(মলফুজাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

—০—

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে, তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের পত্নি জিনাতন্নেছা বেগম সাহেবা বিগত ২রা মে বুধবার স্বীয় বাসস্থান তারুয়াতে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে—রাজেউন)

মরহুমা জীবনের অধিকাংশ সময়ই সিলসিলার কাজে অতিবাহিত করিতেন, মেহমানওয়াজী তাঁহার জীবনের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হইয়াছিল ৬৮ বৎসর।

বন্ধুগণের খেদমতে তাহার মাগফেরাত ও শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের ধৈর্য্য ধারণের শক্তি লাভের জন্য দোয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১৫ই ফাতাহ ১৩৫৭ হিঃ শঃ ; ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৮ ইং
মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

আমাদের জন্য খোদাতায়ালা এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-ই যথেষ্ট ; অন্য কাহারও আমাদের প্রয়োজন নাই।

খোদাতায়ালা পর্যন্ত পৌঁছায়, এরূপ প্রতিটি পথের উপর আমরা আজও মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাই।

প্রত্যেক আহমদীর সর্বক্ষণ এই চিন্তা করা উচিত যে, তাহার কদম যেন এমন কোন পথে চালিত না হয়, যে পথের উপর মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পদচিহ্ন না থাকে।

আমাদের সর্বদা সেই সকল পথেই চালিত হওয়া উচিত, যে সকল পথ অবলম্বন করিয়া মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার রবের সন্তোষ ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

তাশাহুদ, তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন :

কুরআন করীম হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যে ব্যক্তি তাহার 'রব্বে-করীমের' মারে'ফত (তত্ত্বজ্ঞান) রাখে, তাহার জন্য আল্লাহতায়ালাই যথেষ্ট ; আর কাহারও তাহার প্রয়োজন নাই।

মানুষের তাহার রবের উপরে 'কামেল তওক্কল' বা পূর্ণ নির্ভরতার ক্ষেত্রে খোদা তায়ালার 'কামেল ওবুদয়ত' অবলম্বন করিতে হয়, অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহতায়ালা যে সকল স্বভাবজ শক্তি দান করিয়াছেন তাহা সবই যেন খোদাতায়ালার রঙে রঙীণ হয় এবং মানুষ তাহার সামর্থ্য ও ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে আল্লাহতায়ালার সিফাত বা গুণাবলীর বিকাশ স্থল হওয়ার প্রয়াস পায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সামনে কোন নমুনা (Model) বিদ্যমান না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে খোদাতায়ালার সিফাতের বিকাশস্থল হওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। সেইজন্য যেখানে বুনিয়াদী সত্য ইহাই যে, আল্লাহতায়ালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, সেখানে এই সত্যটিও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, একটি কামেল নমুনা ব্যতিরেকে মানুষ আল্লাহতায়ালা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না ; সে ইহা জানিতে পারে না যে, কোন কোন পথ অবলম্বন করিলে সে তাহার রব্বে করীমের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবে।

সুতরাং দ্বিতীয় বিষয় যাহা আমাদের জন্য জরুরী তাহা হইল মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর শেফায়াত। এবং সেজন্যই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 'এক কামেল উসওয়া' (Model) হিসাবে আল্লাহতায়ালা কুরআন করীমে আমাদের সামনে পেশ করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন:

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

(নিশ্চয় তোমাদের জন্য রসুলুল্লাহর মধ্যে উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত ও নমুনা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই তো আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহিমা এবং তাঁহার মর্যাদার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব; যখন পূর্ববর্তী মর্যাদাবান নবীগণের নিকট (আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে) তাঁহার শান প্রকাশ করা হয়, তখন তাঁহারাও তাঁহার অস্তিত্বে খোদাতায়ালার কামেল নূর অবলোকন করেন, এবং তাঁহাদের অনেকেই (ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে) বলিয়াছিলেন যে তাঁহার আগমণ আল্লাহতায়ালার আগমণ (স্বরূপ) হইবে।

সুতরাং لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة—আয়াত অনুযায়ী হযরত নবী করীম (সাঃ) ইসলামী শরীয়তের প্রতিটি আদেশ উত্তমরূপে কার্যে পরিণত করিয়া, স্বীয় প্রকৃতির প্রতিটি স্বভাবজ শক্তি ও বৃত্তির পূর্ণ পরিপোষণ ও বিকাশ সাধন করিয়া এবং নিজ স্বত্তাকে আল্লাহ তায়ালাতে পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে এরূপ এক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ মোকাম ও মর্যাদা অর্জন করিয়াছিলেন যে, কেয়ামতকাল পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য তিনি শেফায়াতকারী (যোযক) হিসাবে নিরূপিত হন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) 'শেফায়াত'-এর মজমুনকে অতি সুন্দর ও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই মজমুন তো আমি ভবিষ্যতে আমার কোন খোৎবায় ইনশাআল্লাহ তাঁহারই তওফিক ও শক্তি প্রদানে বর্ণনা করিব। এখন আমি সংক্ষেপে ইহা বলিতে চাই যে, জামাতে আহমদীয়ার সদস্য বৃন্দের জন্য অন্য কাহারও জীবনাদর্শ ও দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই।

খোদাতায়ালার প্রীতি লাভ করার জন্য সেই সকল পন্থাই অবলম্বন করা উচিত, যাহা মানুষকে খোদাতায়ালা পর্যন্ত পৌঁছায়। এবং যাহা খোদাতায়ালা পর্যন্ত পৌঁছায় এরূপ প্রতিটি পথের উপর আজও আমরা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাই। আমি লণ্ডনে অমুসলিম জগতকে, যাহারা অধিকাংশ খ্রীষ্টান, ইহাই বলিয়াছিলাম যে, যে সকল পথে চলিয়া হযরত মোহাম্মদ (সাঃ আঃ) তাঁহার খোদার প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল পথের উপর আজও আমরা তাঁহার পদচিহ্ন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁহার পদচিহ্ন আপনারা অনুসরণ করুন, তাহা হইলে আপনপরাও খোদাতায়ালার প্রীতিলাভে সক্ষম হইবেন।

খোদাতায়ালা হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ)-কে পূর্ণ ও পরিণত মানব প্রকৃতি (স্বভাবজ বৃত্তি ও ক্ষমতা সমূহ) দান করিয়াছিলেন; আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে এই শক্তি ও সুযোগও দান

করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার কামেল ফিৎরাৎ তথা পরিণত স্বভাবজ শক্তি নিচয়ের পূর্ণ পরিপোষণ ও বিকাশ সাধন করেন এবং মানবজাতির জন্য এক 'কামেল উসওয়া'— উৎকৃষ্টতম আদর্শ ও দৃষ্টান্তে পরিণত হন। তাঁহার এই পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর আদর্শ ও দৃষ্টান্তই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পূর্ণ শেফায়াতকারী হওয়া নিরূপিত করে। 'শাফী' বা শেফায়াতকারীর অর্থ এই যে, একদিকে আল্লাহতায়ালার সহিত পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ঐশী গুণাবলীর পূর্ণতম বিকাশ-স্থলে পরিণত হওয়া এবং অন্য দিকে মানবজাতির সহানুভূতি এত তীব্র রূপে তাঁহার হৃদয়ে উদ্বেলিত হওয়া যে, প্রত্যেক প্রকারের কল্যাণ ও হিতসাধনের প্রেরণা ও উত্তেজনার পরিণামে প্রত্যেক প্রকারের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। এ উভয় শক্তি আঁ-হযরত (সাঃ আঃ -এর জীবন ও ব্যক্তিত্বের দুইটি বৈশিষ্ট, যাহা তাঁহার শেফায়াতের উচ্চতম মোকামকে নিরূপিত করে। খোদাতায়ালা হইতে যাবতীয় ফয়েজ বা কল্যাণ আহরণ করার ক্ষমতার অধিকারী হইয়া, কার্যতঃ তাহা আহরণও করা এবং সেই যাবতীয় ফয়েজ মানবজাতি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়ার যোগ্যতার অধিকারী হইয়া, কার্যতঃ এরূপ এক নমুনা ও দৃষ্টান্ত দুনিয়ার সামনে স্থাপন করা, যাহাতে খোদাতায়ালার প্রীতি প্রত্যেক দুয়ার দিয়া লাভ করার পথ সুগম ও সহজ হইয়া যায়। এবং এই সেই কামেল নমুনা, যাহা একমাত্র মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ)-এর স্বত্তায় বিদ্যমান দেখা যায়।

সুতরাং আমাদের সর্বপ্রথম প্রেম ও ভালবাসা আমাদের রব্বে-করীমের সহিত রহিয়াছে, তারপর তাঁহার প্রতি আমাদের প্রেম রহিয়াছে যিনি আমাদের রবের পথসমূহ আমাদিগকে দর্শন করাইয়াছেন অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)। তিনি তাঁহার রবকে এতই ভালবাসিয়াছেন, যে, অন্য কোন মানুষ ততটুকু ভালবাসিয়া খোদাতায়ালার সেই পরিমাণ জ্যোতি লাভ করেন নাই যে পরিমাণ জ্যোতি তিনি লাভ করিয়াছেন, অতঃপর সেই জ্যোতিকে পরবর্তীতে কিয়ামতকাল পর্যন্ত বিতরণের উপকরণও সৃষ্টি করিয়াছেন।

মোটকথা, আমাদের জন্য খোদাতায়ালা এবং মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)-ই যথেষ্ট; অন্য আর কাহারও আমাদের প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক আহমদীর সর্বক্ষণ এই চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন থাকা উচিত যে, তাহার পা যেন কখনও এরূপ পথে যাইয়া না পড়ে যে পথের উপর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পদচিহ্ন আমরা দেখিতে না পাই। ফলে এমন যেন না হয় যে আমরা খোদাতায়ালার অসন্তুষ্টির শিকারে পতিত হই। বরং আমরা যেন সদা সেই সকল পথে চালিত হই যে সকল পথ অবলম্বন করিয়া হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রবের সন্তোষ ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে ইহার তওফিক দান করুন, আমীন।

(দৈনিক আল-ফজল, ১৬শে এপ্রিল ১৯৭৯ইং -এ প্রকাশিত)

অনুবাদ :—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, (সদর মুরুব্বী)

জীবন্ত খোদার জলন্ত নিদর্শন

—আহমদ তৌফিক চৌধুরী

"অগ্নিশিখার পিতার দুটি হাতই ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে নিজেও ধ্বংস হবে। তার সহায়-সম্পদ কোন কাজেই আসল না; পরিণামে সে অগ্নিতেই নিক্ষিপ্ত হবে এবং তার স্ত্রী যে তার সকল কাজে ইন্ধন যোগাত, সেও খেজুরের রশির বন্ধনের ন্যায় বন্দিনী হবে" (কোরআন)।

আজ থেকে নব্বই বৎসর পূর্বে এক নিভৃত পল্লীগ্রাম কাদিয়ান থেকে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত আহমদ (আঃ) ঘোষণা করেন যে আল্লাহতালা তাঁকে জানিয়েছেন, "যারা তোমাকে অপমান করতে চাইবে আমি তাদেরকে অপমানিত করে ছাড়ব।" তাঁর দাবীর পর বাটলার মোহাম্মদ হোসেন, আর্য সমাজী পণ্ডিত লেকরাম, আমেরিকার পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডুই থেকে শুরু করে আরো অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় কিন্তু খোদায়ী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওরা সকলেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী একজন প্রখ্যাত আলেম হওয়া সত্ত্বেও "ওলাতুল হারাম" হওয়ার অপবাদে অত্যন্ত ব্যর্থতার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন এবং বাটালার বারঙ্গনাদের জন্য নির্দ্ধারিত কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আমি স্বয়ং সে স্থানটি দেখেছি। আজ সেখানে তার কবরের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মনে পড়ে আমি যখন মক্কায় গিয়েছিলাম তখন সেখানের লোকদের কাছে আবু লাহাব ও আবু জহলের কবর এবং বাড়ী কোথায় ছিল জানতে চেয়েও যেমন জানা সম্ভব হয় নি ঠিক তেমনি আজ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর বেলায়ও কেউ কোন সন্ধান দিতে পারেনি। সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে এদের সবারই একই পরিণাম হয়েছে। হযরত আহমদ (আঃ) বলেছিলেন, "আমাকে কাফের ঘোষণাকারী এক বিশেষ ইলজামে ধরা পড়বে। এবং এমন শক্তভাবে আটকা পড়বে যে, ছাড়া পাওয়ার কোন পথই থাকবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী সকলেই স্মরণ রাখুক... .... যা ভবিষ্যতে পূর্ণ হবে।" (তাযকেরা ৩৫০ পৃঃ)।

তাঁকে আল্লাহতায়ালা জানিয়েছিলেন যে, "যখন কোন এক ব্যক্তি এক বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী তোমাকে কুফরের ফতোয়া দিবে... ... ...সে তার গুরু হামানকে বলবে তুমিই এই কুফরের ভিত্তি রাখ, কেননা লোকদের উপর তোমার প্রভাব রয়েছে.....তাতে সকল আলেমই উত্তেজিত হবে এবং তোমার মোহর দেখে আরও মোহর লাগাবে।... ... ... (অতঃপর সে মোহর লাগিয়ে দিল) আবু লাহাব ধ্বংস হয়ে গেল, তার দুটি হাতও বিনষ্ট হয়ে গেল, তার উচিত ছিল না এমন কাজে হস্তক্ষেপ করা।" (ঐ ৩৮৮পৃঃ)

"এই হামান কুফুরের ঘোষণায় যখন মোহর লাগিয়ে দিবে তখন ভয়াবহ ফেৎনার উদ্ভব হবে। অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ কর সেইভাবে যেভাবে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষরা ধৈর্যধারণ করেছেন" (ঐ, ৩৮৯ পৃঃ)।

আল্লাহ বলেন, "আমি আমার বাহিনী সহ এমন সময় উপস্থিত হব যে, কেউ ভাবতেও পারবে না যে, এমনি ঘটনা ঘটতে পারে, ইহা প্রাতঃকালে অথবা রাতের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতে সংঘটিত হবে" (৫৪৫ পৃঃ)। আল্লাহ মসিহ মওউদকে (আঃ) জানিয়াছিলেন, "ধৈর্যধারণ কর। খোদা তোমার শত্রুকে ধ্বংস করবেন" (ঐ ৬৭০ পৃঃ)। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলেন, "আমি রুইয়াতে দেখলাম কে যেন বলছে 'মৃত্যুদণ্ড'। অর্থাৎ চল্লিশ দিন পর মৃত্যুর নির্দেশ। আমি মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে জিজ্ঞেস করিলাম, এই আদেশের বিরুদ্ধে কি আপীল হতে পারে? তিনি বললেন, আপীল হতে পারে, এমনকি আপিলের পর আপীলও হতে পারে" (ঐ, ৫৩০ পৃঃ)। তিনি একটি ইলহামের ব্যাখ্যা করে লিখছেন, "কালবুন ইয়ামুতু আলা কালবিন "অর্থাৎ সে একটি কুকুর,—আর কুকুরের (কালাব, কাফ ২০, লাম ৩০, বে ২) হিসাবেই সে মরবে। ইহ ৫২ বৎসরের প্রতি ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ ওর বয়স ৫২ বৎসর পার হবেনা; ৫২ তে পদার্পন করেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হবে" (ঐ, ১৮০ পৃঃ)

১৯৭৪ সালে মৌঃ মওদুদী ও মুফতি মাহমুদ প্রভৃতির প্ররোচনায় মিঃ ভুট্টো পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে আহমদী মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক ভাবে অমুসলমান ঘোষণা করে। শুধু তাই নয় পাকিস্তানে শুরু হল আহমদীদের জান, মাল এবং ইজ্জতের উপর হামলা। নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে আহমদীদের হত্যা করা হল। তাদের কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুণ্ঠন করা হলো। ভুট্টো সরকার নীরব দর্শক হয়ে রইল নিরীহ নাগরিকের প্রতি যে কর্তব্য ছিল তাত পালন করলই না বরং আইনের প্যাঁচে আহমদীদের জীবন আরো দুর্বিসহ করে দিল। কিন্তু আহমদীরা খোদার ওয়াদার উপর নির্ভর করে সকল দুঃখ, সকল অত্যাচার সহ্য করে ইমানের অগ্নি পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

ক্ষমতা এবং গদীর প্রতি ভুট্টো সাহেবের লোভ চিরদিনের, ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও ভুট্টো সাহেব তাকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী করার জন্য অন্যায় আবদার জানালেন। মূলতঃ ঐ সময়ই পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়। তৎকালীণ পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ নাগরীকদের উপর সৈন্যবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে তিনি মুচকি হেসে বলেছিলেন, "খোদা পাকিস্তানকে বাঁচিয়েছে। তাঁর এই উক্তি নিষ্ঠুর রোম-সম্রাট নীরোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাও ফরমান আলী তাঁর পুস্তকে লিখেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান যখন জ্বলছিল ভুট্টো তখন মদ্যপানে বিভোর ছিলেন। গদীতে টিক থাকার জন্য এই মদ্যপায়ী ভুট্টো ধর্মান্ধ মৌদুদী এবং মুফতি মাহমুদের প্ররোচনায় সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচারকারী কলেমাগো আহমদী মুসলমানদেরকে পাকিস্তানের ভিতরে Not Muslim রাজনৈতিক ফতোয়ানামায় মেহের মেরে দিল। ভুট্টো সাহেব ভেবেছিলেন মৌদুদী ও মুফতী তার দুই শক্তিশালী বাহুতে পরিণত হয়ে তার গদীকে চিরস্থায়ী করে দেবে। কিন্তু আল্লাহ তার এই বাহুদ্বয়কে ভেঙ্গে দিলেন। তার শত্রুদেরকে শায়েস্তা করার জন্য যে জিয়াউল হককে তিনি পেছন দরজা দিয়ে অটোপ্রমোশন দিয়ে দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে

এলেন সেই জিয়াউল হক শেষ পর্যন্ত যমে পরিণত হল। কিছুদিন যেতে না যেতেই মিঃ ভুট্টো হত্যাকাণ্ডের ইলজামে গ্রেফতার হলেন। জেনারেল জিয়াউল হক ঘোষণা করলেন, "আমি এই বেজন্মটাকে ফাঁসি দিয়ে ছাড়ব" উল্লেখযোগ্য যে, স্যার শাহনোয়াজ ভুট্টোর বান্ধবী লক্ষ্মীবাইর গর্ভে জুলফিকার আলী ভুট্টোর জন্ম হয়। পরে অবশ্য লক্ষ্মীবাই শাহনোয়াজ ভুট্টোর চতুর্থ স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেন। বিচারে মিঃ ভুট্টোর ফাঁসির হুকুম হল, আপীলের পর আপীল হল, কিন্তু এ হুকুম টলাতে পারল না। মিঃ ভুট্টোর কাজে ইন্ধন যোগিয়ে তার স্ত্রীও গৃহবন্দী হলেন। শুরু হল ভুট্টো পন্থিদের উপর অকথ্য নির্যাতন। ভুট্টোর জীবন রক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আবেদন এল। অনেকেই ভেবেছিলেন হয়ত এদের সুপারিশে ভুট্টো শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে যেতে পারেন কিন্তু কেউ যখন ভাবতেও পারেনি যে, এমনটি হবে তখনই ভোরের আগে রাতের শেষ অংশে (সুবেহ কাজেবের সময়) ভুট্টোকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হয়। খ্রীষ্টান তারা মসীহ মাত্র ২৫ টাকার বিনিময়ে এই কর্মটি সম্পাদন করে।

ভুট্টোর এহেন মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্বই অশ্চর্যজ্ঞান করেছে। আমরাও একজন মানুষের এইরূপ পরিণতি দেখে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করছি। আমরা কোন মানুষেরই এমন টি হোক চাই না। অপর দিকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট পূর্ণ হতে দেখে আল্লাহর দরবারে হাজার হাজার সেজদা জানাই। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ভুট্টো সাহেব বুক্কী ফতেয়ায় মোহর লাগিয়ে হত্যার ইলজামে গ্রেফতার হন। আপীলের পর আপীল হয়েও মৃত্যুদণ্ড থেকে তিনি রেহাই পাননি। শেষ ঘোষণার চল্লিশ দিনের মধ্যে ৫১ বৎসর ১০ দিন বয়সে অর্থাৎ ৫২ বৎসরে পদার্পন করে ভোর হওয়ার কিছুক্ষণ আগে রাতের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতে তার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়, হযরত মসীহ মওউদের (আঃ) একটি ঐশীবাণী হল, "আবার বসন্ত এল, খোদার বাণী আবার পূর্ণ হল" সমগ্র জগৎবাসী এবার বসন্তের আগমনে এই সত্যকে ফের পূর্ণ হতে দেখল।

কুদরত ছে দেতা হ্যায় আপনি জাতকা হক ছবুত
উস বেনিশাঁ কি চেহরা নুমায়ী এহিতো হ্যায়
জব কহে কে করুঙ্গা ইয়ে ম্যায় জরুর
টলতি নেহী ওবাত খোদায়ী এহিতো হ্যায়।

(মসিহ মওউদ)

অর্থাৎ পরম স্রষ্টা তাঁর কুদরতের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে থাকেন। আর এটাই খোদার প্রকৃত স্বরূপ। তিনি যখন জানিয়ে দেন যে এটা হবেই তখন তার আর কোন ব্যতিক্রম হয় না।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪২)

তুলমিয়ালের ফকীর মীর্যার ঘটনা :

অনুরূপভাবে ঝিলাম জিলার অন্তর্গত তুলমিয়াল নামক গ্রামের জনৈক ফকীর মীর্যা এই মর্মে ঘোষণা করেছিল যে সে একটি কাশ্‌ফের মাধ্যমে হযরত মীর্যা সাহেবের আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে জানতে পেরেছে এবং যে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, ১৩২১ আরবী হিজরীর ২৭শে রমজান হযরত মীর্যা সাহেবের মৃত্যু হবে। সে তার ঘোষণাটি কাগজে লিপিবদ্ধ করার পর কতিপয় লোক দ্বারা সত্যায়িত করে এবং ঐ গ্রামের আহমদীদের নিকট হস্তান্তর করে। ৭ই রমজান ঐ কাগজ খানা স্বাক্ষর করা হয়েছিল। ২৭শে রমজান অতিবাহিত হলো—কোন কিছুই ঘটলো না। ফকীর মীর্যার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হলো। পরবর্তী রমজান মাসে তুলমিয়াল গ্রামে প্লেগ দেখা দিল এবং সেই প্লেগে ফকীর মীর্যার স্ত্রী প্রাণ হারালো। পরে তাঁর নিজেরও প্লেগ হলো এবং ৭ই রমজানে মৃত্যুবরণ করলো—অর্থাৎ যে ৭ই রমজানে সে হযরত মীর্যা সাহেবের অবধারিত মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতঃ ঘোষণা পত্র স্বাক্ষর করেছিল তার ঠিক এক বছর পর একই তারিখে সে নিজেই ধ্বংস হয়ে গেল। কয়েক দিন পর তার কন্যাও মারা গেল।

হযরত মীর্যা সাহেবের সত্যতাকে যারা স্বেচ্ছায় চ্যালেঞ্জ করেছিল তাদের এরূপ ধ্বংসাত্মক মৃত্যুর সহস্রাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। কোন কোন ব্যক্তি যুক্তি-তর্কে হেরে গিয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে মরিয়া হয়ে হযরত মীর্যা সাহেবের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করেছে—কিন্তু পরিণামে আল্লাহ্‌তায়ালার ডিগ্রি বা রায় সেই সব লোকের জন্য বড়ই মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে।

মৌলবী সানাউল্লা অমৃতসরীর ঘটনা :

অমৃতসর নিবাসী জনৈক মৌলবী সানাউল্লাহ খুবই সীমাতিক্রম করেছিলেন। বিরোধীতা যখন চরমে পৌঁছলো তখন হযরত মীর্যা সাহেব পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত শিক্ষানুযায়ী তাকে "মোবাহেলা" বা প্রার্থনা যুদ্ধের জন্য (অর্থাৎ দোওয়ার কবুলিয়ত দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ্যভাবে নিরূপন করার পদ্ধতি) আহ্বান করলেন। পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতটি নিম্নরূপ :

تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم
ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكذبين ٥

অর্থাৎ—"তখন বলো : আসো, আমরা আমাদের সন্তানদিগকে ডাকি এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদের ডাক, আমরা আপন মহিলাদিগকে ডাকি এবং তোমরা তোমাদের মহিলাদিগকে ডাকো ; এবং তোমরা তোমাদের লোকদিগকে ডাক এবং আমরা আমাদের লোকদিগকে ডাকি ; অতঃপর চল প্রাণ ভরিয়া দোওয়া করিতে থাকি এবং মিথ্যা বাদীদারের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ (লান'ত) বর্ষিত হউক বলিয়া প্রার্থনা করি।"

(সুরা ইমরান : ৬২ আয়াত)।

হযরত মীর্যা সাহেবের এই মহাগাম্ভীর্যপূর্ণ প্রস্তাবে মৌলবী সানাউল্লাহ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। ফলতঃ তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। পক্ষান্তরে তাঁর বিরোধীতামূলক কাজ-কর্ম বন্ধ হলো না। তখন হযরত মীর্যা সাহেব একটি প্রার্থনা কাগজে লিখে মৌলভী সানাউল্লাকে তার "আহলে হাদীস" নামক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রস্তাব দিলেন সেই লিখিত প্রার্থনায় ঐশী সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তাব দিলেন। সেই লিখিত প্রার্থনায় ঐশী সিদ্ধান্তের জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু মৌলভী সানাউল্লাহ এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং পক্ষান্তরে লিখলেন যে, পবিত্র কুরআন অনুযায়ী মিথ্যা দাবীকারগণই দীর্ঘায়ু হয়ে থাকে। কার্যতঃ দেখা গেল যে, মৌলবী সানাউল্লাহ সাহেব দীর্ঘকাল বেঁচে থাকলেন এবং প্রমাণ করলেন যে তিনি স্বয়ং মিথ্যাবাদী। এইভাবে মীর্যা সাহেবের সত্যতার অসংখ্য নিদর্শনের অন্যতম সাক্ষ্য হয়ে রইলেন মৌলবী সানাউল্লাহ।

পাতিয়ালা নিবাসী আবদুল হাকিমের ঘটনা :

হযরত মীর্যা সাহেবের কোন কোন বিরুদ্ধবাদী তাঁহার সম্বন্ধে বদ দোওয়া করেছিল যে, যেন তার অমুক অসুখ হয়ে মৃত্যু হয়। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গিয়েছে যে, সেই বদ দোওয়াকারী নিজেই সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেছে। পাতিয়ালার আবদুল হাকীম খান ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, হযরত মীর্যা সাহেব ফুসফুসের রোগে মারা যাবেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল যে এই ব্যক্তি স্বয়ং দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের অসুখে ভুগে মারা যায়।

এমনিভাবে আল্লাহতায়ালার তরফ হতে বহু ভয়াবহ নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবীর স্বপক্ষে। বিরুদ্ধবাদীগণ স্বেচ্ছায় অবিচলভাবে তাঁর সত্যতাকে কালিমাযুক্ত করতে গিয়েই এই ভয়ঙ্কর ঐশী শাস্তি সমূহের শিকার হয়েছে। (ক্রমশঃ)

('দাওয়াত ুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ) মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

কায়রো বিতর্ক ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

—হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্দরী

সুসমাচারগুলির ক্রুশ বিদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিবরণ

একটি নিরীক্ষা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১২) যীশুর পা ভাঙ্গা হয়েছিল কি ?

এ সম্পর্কে সংক্ষেপিত সুসমচারগুলি কোনো কথাই পরিবেশন করে না। কেবল যোহন ইহুদীদের দাবীর উল্লেখ করার পর বলছেন :

অতএব সৈন্যরা আসিয়া ঐ প্রথম ব্যক্তির, এবং তাহার সহিত ক্রুশে বিদ্ধ অন্য ব্যক্তির পা ভাঙ্গিল, কিন্তু তাহারা যখন যীশুর নিকটে আসিয়া দেখিল যে, যীশু মরিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার পা ভাঙ্গিল না।" (যোহন—১৯ : ৩২-৩৩)

দিনটি যেহেতু সাব্বাথ বা বিশ্রামবারের আয়োজন দিন ছিল, সেহেতু ইহুদীরা আর প্রহরায় নিযুক্ত থাকতে পারেনি। মসিহ তখনও পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন কি? ঐ একই দিনের শেষের দিকে পীলাতের নিকটে তারা যীশুর পা ভাঙ্গার দাবী জানিয়ে ছিল, যে দাবী পীলাত মঞ্জুরও করে ছিলেন। এরপর ইহুদীরা ঘরে ফিরে যায়। তারা যীশুর পা ভাঙ্গার দায়িত্বটা সম্পূর্ণরূপে পীলাতের হাতেই ছেড়ে দিয়ে যায়। পীলাত, আমরা যেমন উল্লেখ করে এসেছি তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে কামনা করতেন যে, যীশু যেন প্রাণে বেঁচে যান। খুব সম্ভব এ কারণেই, তিনি যখন সেনানয়ককে নিয়োজিত করেন তখন তার মনোবাঞ্ছা জানিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে সেনারা যীশুর পা ভাঙ্গার কাজটা এড়িয়ে যায়। দস্যু দুজনেরই পা ভেঙ্গে গুড়ো করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু যীশুর পা আস্ত আনাম অবস্থায় ছেড়ে আসা হয়। যীশুর হাড্ডি কেন ভাঙ্গা হয় নি, সে সম্পর্কে যোহনের বর্ণনা হচ্ছে :

"তাহারা যখন যীশুর নিকটে আসিয়া দেখিল যে, যীশু মরিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার পা ভাঙ্গিল না।"

('যীশুর নিকটে আসিয়া' কথাগুলি লুকের বর্ণনাকে—যে বর্ণনায় আছে যে, লোকেরা দূরে দাঁড়িয়ে যীশুকে মৃত দেখল এবং চতুর্দিক অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল কথাগুলিকে—নাকচ করে দেয়, কেননা সেনানায়করা তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে মাত্র তখনই জানতে পারল যখন তারা খুব কাছাকাছি 'যীশুর নিকটে আসিয়া" পৌঁচেছিল।)—এটাই এ ব্যাপারে যোহনের নিজস্ব ভাষ্য। এই ঘটনার সময়ে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন শোনা কথার ভিত্তিতে। সুতরাং ইতিহাসের নিরীক্ষায় এই সাক্ষ্য টিকতে পারে না, এর কোনো গুরুত্বই ইতিহাস দেবে না; বিশেষতঃ যখন অন্য তিন জন সাক্ষী এ ব্যাপারে কিছুই অবহিত নন।

হতে পারে কোন সেনানায়কই ঐ কথাটা বলেছিল, কারণ সংজ্ঞালুপ্ত মানুষকে অনেক সময় মৃত বলেই প্রতীয়মান হয়। কাজেই এটা তারই ভুল। কিন্তু ঘটনার বাস্তব অবস্থা হাচ্ছে—যদি কেউ ঐ কথাটা বলেই থাকে তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয় এমন কোন অফিসার হবেন যাঁর উপর পীলাতের পূর্ণ আস্থা ছিল; যিনি সৈন্যদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরানোর উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই ঐ কথাটা বলেছিলেন। অন্ততঃপক্ষে কোনো ব্যক্তিই এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেনি কিম্বা কর্তৃপক্ষকে উৎকোচ দানেরও চেষ্টা করেনি। সুসমাচার গুলির বর্ণনা থেকেই পরিস্কার জানা যায় যে, যীশুকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে পীলাত একটা সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ও অধীনস্থ কর্মচারীরা কিছু কিছু কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। সে যাই হোক, যোহন বলছেন যে, যীশুর পা ভাঙ্গা হয় নাই এবং সংক্ষেপিত সুসমাচারগুলো কিছু বলছেই না।

(১৩) যীশুর কুক্ষিদেশ থেকে পানি ও রক্ত বের হওয়ার ঘটনা :

এ ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই সংক্ষেপিত সুসমাচার গুলিতে। কেবল যোহন বলছেন :

"কিন্তু একজন সেনা বল্লম দ্বারা তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল তাহাতে এমনি রক্ত ও জল বাহির হইল " (যোহন—১৯ : ৩৪)

সেনানায়কের এই কার্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সে সন্দেহ করেছিল—যীশু মারা গেছেন। সে পীলাতের ছলা-কলা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। সে যখন যীশুর কুক্ষিদেশ বর্শবিদ্ধ করলো, তখন সেখান থেকে পানি ও রক্ত ছরছর করে বেরিয়ে এলো, এবং এটা একটা সহজ ও সুস্পষ্ট সত্য যে, পানি ও রক্ত প্রাণের স্পন্দনের লক্ষণ। এ থেকে ইহাই সপ্রমাণিত হয় যে, যীশু সংজ্ঞালুপ্ত অবস্থায় ছিলেন, মারা যাননি। এ সম্পর্কে এটাই চূড়ান্ত কথা।

(১৪) কে গ্রহণ করেছিল যীশুর দেহ এবং কে তা রেখেছিল সমাধির মধ্যে ?

"যোসেফ দেহটি লইয়া পরিস্কার চাদরে জড়াইলেন, এবং তাহার নিজের নূতন কবরে রাখিলেন—যাহা তিনি শৈলে খুঁদিয়াছিলেন—আর কবরের দ্বারে একখানা বড় পাথর গড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।" (মথি—২৭ : ৫৯,৬০)

"পরে তাহা নামাইয়া সরু চাদরে জড়াইলেন, এবং শৈলে খোদিত এমন এক কবর মধ্যে তাহাকে রাখিলেন, যাহাতে কখনও কাহাকেও রাখা হয় নাই " (লুক ২৩-৫৩)

"..... তাহাতে তিনি আসিয়া তাঁহার দেহ লইয়া গেলেন।..... সেই নীকদিম ও আসিলেন। তাঁহারা যীশুর দেহ লইয়া..... কাপড় দিয়া বাঁধিলেন ..... তাঁহারা সেই কবর মধ্যে যীশুকে রাখিলেন কেননা সেই কবর নিকটেই ছিল।" (যোহান-১৯ : ৩৮-৪২)

সংক্ষেপিত সুসমাচার গুলিতে দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র আরিমথীয় যোসেফ যীশুর দেহ গ্রহণ করছেন এবং চাদরে জড়িয়ে কবরের মধ্যে রাখছেন। কিন্তু, যোহন বলছেন যে, এই কাজে আরিমাথীয় যোসেফের সঙ্গে নীকদীমও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

(১৫) কে এই অরিমাথীয় যোসেফ?

"পারে সন্ধ্যা হইলে আরিমাথীর একজন ধনবান লোক আসিলেন, তাঁহার নাম যোসেফ, তিনি নিজেও যীশুর শিষ্য হইয়াছিলেন।" (মথি—২৭ : ৭৫)

"অরিমাথীয়ার যোসেফ নামক একজন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী আসিলেন। তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করিতেন, তিনি সাহস পূর্বক পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিলেন।" (মার্ক—১৫ : ৪৩)

"আর দেখ, যোসেফ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মন্ত্রী, একজন সৎ ও ধার্মিক লোক। এই ব্যক্তি উহাদের মন্ত্রণা ও কার্যে সম্মত হন নাই; তিনি ইহুদীদের অরিমাথীয়া নগরের লোক, তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করিতে ছিলেন।" (লুক—২৩:৫০-৫১)

"ইহার পরে অরিমাথীয়ার যোসেফ যিনি যীশুর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে গুপ্ত ভাবেই ছিলেন; তিনি পীলাতের কাছে নিবেদন করিলেন—।" (যোহন-১৯:৩৮)

মার্ক ও লুকের বর্ণনামতে যোসেফ ছিলেন ইহুদী স্যানিড্রনের (ইহুদীদের ৭১ সদস্য বিশিষ্ট প্রাচীন আদালত) একজন সদস্য এবং একজন সাহসী ও ধার্মিক ব্যক্তি। কিন্তু, যোহনের বর্ণনায় দেখানো হচ্ছে যে, তিনি ছিলেন এক ভীরু ব্যক্তি এবং তিনি যীশুর প্রতি তাঁর আনুগত্য দেখাতেন গোপনে। কিন্তু মথি আমাদেরকে বলছেন যে, তিনি প্রকাশ্যভাবেই যীশুর শিষ্য ছিলেন। সে যাই হোক, প্রশ্ন হচ্ছে যে, যখন যীশুর সকল শিষ্যরাই যীশুর সঙ্গে প্রতারণা করলো, তখন অমন একটা ভয়ানক পরিস্থিতিতে যোসেফ যে নিজের শিষ্যত্বের কথা ইহুদীদের ভয়ে প্রকাশ করতে পারতো না—সে কি করে, স্পর্ধায় পীলাতের কাছে যীশুর দেহ দাবী করে বসলো? সুসমাচারগুলির এই বর্ণনাটাকে কি অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বলে মনে হয় না? তাজ্জবের কথা হচ্ছে যে, যীশুর সঙ্গে যোসেফের সম্পর্ক কি, কেনই বা তিনি যীশুর দেহ চাচ্ছেন, এ ব্যাপার গুলোর কিছুই জানতে চাচ্ছেন না পীলাত; শশব্যস্তে তাড়াহুড়ি করে তাঁর হাতেই তিনি যীশুর দেহ সোপর্দ করে ছিলেন। শুধু এই একটা ঘটনার কথাই যদি খৃষ্টানরা একটু গভীর অভিনিবেশ সহকারে ভেবে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, ব্যাপারটা সম্ভবপর হয়েছিল পীলাতের সুচিন্তিত পরিকল্পনার জন্যই। যীশুর দেহ সরিয়ে ফেলার জন্য যীশুর দলভুক্ত এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করাই সঠিক হয়েছিল যাঁর শিষ্যত্ব অন্য কেউ জানতো না। তাঁকে পীলাত সাহস-হিম্মত যুগিয়েছিলেন জন্যই তাঁর পক্ষে এই ঝুঁকি গ্রহণ করা এবং দ্রুততার সঙ্গে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছিল। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ: অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

বিদায় সালাম ❋

—রাবেয়া লতিফ

বিদায় ক্ষণে সালাম জানাই।
ওগো মোর প্রিয় ভাই।

ক্ষণস্থায়ী ধরা ছাড়ি,
অমরার মাঝে নিয়েছ যে তুমি ঠাঁই।

তোমার মাঝারে দেখেছি সত্য,
দেখেছি সত্যের ছায়া।

মসিহের (আঃ) প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসে,
সত্য ধরেছিলো কায়া।

মিথ্যার সাথে মিতালী তোমার
দেখিনী তো কোনদিন।

মসিহের (আঃ) বাণী সদাই তোমার,
কর্ণে বাজাতো বীণ।

সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে,
সদাই দেখেছি স্থির।

কোন দুঃখ-শোক টলাতে পারেনী,
হে বিজয়ী বীর।

জীবনের পথে সংগ্রাম করেছ,
লক্ষ্য তোমার স্থির।

আসিলে দুঃখ বিরহ বেদনা
হতাস হওনি বীর।

অর্থকে কভু পরমার্থ বলে,
দাওনি তুমি মান।

❋ মরহুম ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান সাহেবের স্মরণে তাঁহার ভগ্নী কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

বিলায়ে দিয়াছ আত্মীয় পরে,
করেছ সকলি দান,
হাসিতে হাসিতে সদাই বলিতে
অনেক পাই যে সুখ
অর্থ না থাকিলে আল্লাহর নামে
আনন্দে ভরা বুক।

সারাটা যৌবন সারাটা জীবন
আনন্দে করেছে দান।

আল্লাহর কাজে নিয়োজিত ছিলে,
বাড়াতে জামাতের মান।

অগ্রগামী তুমি, গিয়াছ চলিয়া,
আমরা রয়েছি পিছে;
তোমার দেওয়া পথের দিশা
কখনও হবে না মিছে।

আমরা চলিব সেই পথ ধরে,
শান্তি যেন গো পাই।

তোমার বিদায় স্মরণে মোরা
আবার সালাম জানাই।

সংবাদ

সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪র্থ সালানা জলসা উদযাপিত

বিগত ৬ই ও ৭ই মে ১৯৭৯ রোজ রবিবার ও সোমবার স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গনে যাবতীয় সুব্যবস্থাধীনে সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪র্থ সালানা জলসা আল্লাহতায়ালার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। ঢাকা হইতে বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়ার সেক্রেটারী জনাব ওবায়দুর রহমান সাহেব ও রেজাউল করীম সাহেব উহাতে যোগদান করেন। মোহতারম আমীর সাহেব অসুস্থতার জন্য যাইতে পারেন নাই। উল্লেখযোগ্য যে, আশেপাশের দূরদূরান্ত গ্রাম হইতেও অনেক অমুসলিম হিন্দু ও গয়ের আহমদী মুসলমান ভ্রাতা (প্রায় পাচশত সংখ্যায়) যোগদান করিয়া অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে বক্তৃতাসমূহ শ্রবণ করেন।

প্রথম অধিবেশন ৬ই মে তারিখে বৈকাল ৪ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯-১০ মিঃ পর্যন্ত সদর মুরুব্বী মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআনে পাক তেলাওত করেন মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব এবং উর্দু নজম পাঠ করিয়া শুনান জনাব আব্দুল জলিল। অতঃপর চেয়ারম্যান জলসা কমিটি, শেখ জনাব আলী সাহেব অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর ইজতেমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। তারপর সীরাতে হযরত নবী আকরাম (সাঃ), সীরাতে মসীহ মওউদ (আঃ), ওফাতে ঈসা (আঃ), খেলাফতে ইসলামী এবং ইসলামের ভবিষ্যৎ বিষয়ে যথাক্রমে স্বার্থগ্রহী যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বজনাব এ, কে, এম, রেজাউল করীম, শেখ জনাব আলী, মৌঃ ছলিমুল্লাহ, ওবায়দুর রহমান ভূইয়া এবং মৌলবী ফারুক আহমদ সাহেবান। বক্তৃতাসমূহের মাঝে মাঝে আরও নজম পাঠ করিয়া শুনান মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব ও আবু সৈয়দ গাজী।

দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ৭ই মে তারিখে সকাল ৮-৪৫ মিঃ হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত। কুরআন তেলাওত করেন জনাব আঃ আজিজ সাহেব। অতঃপর খোদ্দাম ও আনসারের আহাদনামা পাঠ করান যথাক্রমে জনাব মোঃ আঃ জমল সাহেব ও জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, নাযেমে আ'লা, বাঃ মঃ আনসারুল্লাহ। মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাংগঠনিক আলোচনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আঃ জলিল সাহেব এবং মজলিসে আনসারুল্লাহর সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব। আর্থিক কুরবানী ও বাজেট জামাতী তানযীম বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব এ, কে, এম রেজাউল করীম সাহেব। অতঃপর প্রশ্ন উত্তরে মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

জলসার তৃতীয় ও সমাপ্তি অধিবেশন জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে ৭ই মে, বৈকাল ৪-৩০ মিঃ হইতে আরম্ভ হয় এবং রাত্রি ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কোরআন করীম তেলাওত করেন জনাব আবদুল বাইউম সাহেব। নজম পাঠ করিয়া শুনান জনাব আবু সৈয়দ গাজী। অতঃপর সর্বধর্মে শেষ যুগের মহাপুরুষ, বিশ্বব্যাপি ইসলাম প্রচার, খৎম-নবুওতের মোকাম এবং দজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন যথাক্রমে সর্ব জনাব এ, কে, এম, রেজাউল করীম, মোঃ আব্দুল জলিল, মৌঃ ফারুক আহমদ (সদর মুরুব্বী) এবং মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব (সদর মুয়াল্লেম)। অতঃপর সভাপতি সাহেব দেড় ঘন্টা ব্যাপী উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর পক্ষ হইতে প্রেরিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বিবর্তন ও তাহার ইসলামিক সমাধান বিষয়ে বিস্তারিত যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর জলসা কমিটি চেয়ারম্যান সাহেবের পক্ষ হইতে শোকরিয়া জ্ঞাপনের পর ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। (আহমদী রিপোর্ট)

ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক

খেদমতে খালক

গত ২রা মে আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থানার উপর দিয়া যে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়াছিল উহাতে বিশেষ করিয়া আখাউড়ার ক্ষয়ক্ষতি খুব বেশী হইয়াছে। গ্রামবাসীর অভিমত, এই ধরনের তাণ্ডবলীলা আর কখনও তাহারা দেখে নাই। এই ঘূর্ণি ঝড় বহু ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং জমির ফসল নষ্ট হইয়াছে। বহু পরিবার অসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়াছে, মানুষ খোলা আকাশের নীচে রাত্রি যাপন করে। তখন এমন কোন লোক পাওয়া যায় নাই যে পারিশ্রমিকা বাবদ ঘর মেরামত করিবে বা কাহারও কিছু সাহায্য করিবে। দৈবাৎ পাওয়া গেলেও তাহার পারিশ্রমিকা অত্যন্ত চড়া ছিল। সুতরাং গরীব ও অসহায়দের পক্ষে নিজেদের বিধ্বস্ত ঘর মেরামত করান সম্ভব হইতেছে ছিল না। ঠিক এমতাবস্থায় ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট সাহেবের নেতৃত্বে প্রেসিডেন্ট সহ ১৯ জন খোদ্দাম ও আতফাল ৩ দনব্যাপী প্রচণ্ড রোদ্রের তাপে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গরিব অসহায় ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের ঘর নির্মাণ-কার্যে সাহায্য করিয়াছেন। গায়ের আহমদীগণ জামাতে আহমদীয়ার এই নিঃস্বার্থ কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং অত্যন্ত প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য যে, পরিদর্শনরত আখাউড়া ও কসবা থানার এম সি জনাব দেওয়ান সিরাজুল ইসলামের সহিতও খোদ্দাম ও আতফালের সাক্ষাত হয়; তিনিও এই নিঃস্বার্থ কার্যের প্রশংসা করেন।

রিপোর্ট :— আফজাল হোসেন ভুইয়া

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামায়াতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাত বার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) 'আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, 'আমি আমার রব আল্লাহ্র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A H. Mukammad Ali Anwor